সংবাদ

তারিখ ... 18 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের নামে জালিয়াতি বন্ধ করুন

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে নির্ধারিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের জন্য একটি চিঠি দিয়েছে শিক্ষক সমিতি। শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণে ১ হাজার ৭২০ টাকা সরকার নির্ধারণ করে দিলেও শরীয়তপুর সদর উপজেলা শিক্ষক সমিতি ৪ হাজার ৯৭০ টাকা আদায় করার জন্য সব বিদ্যালয়ে চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত বেতন, উন্নয়ন, খেলা, মিলাদ, পূজা, স্কাউট, বিদ্যুৎ, কর, অনলাইন ফরম পূরণ, যাতায়াত ও বিবিধ খাত দেখিয়ে ২ হাজার ২৫০ টাকা আদায় করতে বলা হয়েছে। এছাড়া দুটি মডেল টেস্ট দেখিয়ে আরও এক হাজার টাকা আদায় করার কথা বলা হয়েছে।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারি থেকে সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। এ কারণে নির্বাচনী পরীক্ষা শেষে চলছে ফরম পূরণের কার্যক্রম। ফরম পূরণের সময় পরীক্ষাসংক্রান্ত খরচের টাকা জমা দিতে হয়। কিন্তু এবার নির্ধারিত টাকার বাইরেও অতিরিক্ত টাকা তোলা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ফরম পূরণে এই অতিরিক্ত টাকা আদায় কেন? এসএসসি পরীক্ষা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত। স্কুলের এখানে কোনো কাজ নেই। পরীক্ষা পরিচালনা বাবদ শিক্ষা বোর্ডগুলোর যতটুকু খরচ হবে শুধু ততটুকুই নেয়া হয়। এর বাইরের অতিরিক্ত প্রয়োজনটা কোথায়?

স্কুল পরিচালনার প্রয়োজনীয় টাকা পূর্ব-নির্ধারিত সময়েই ছাত্রদের থেকে আদায় করা হয়। আর অতিরিক্ত টাকা তোলার জন্য হুকুম দেয়ার এখতিয়ারও শিক্ষক সমিতির আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষক সমিতির কাজ হলো শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধা খেয়াল রাখা, শিক্ষকদের বিষয়ে কাজ করা। নিজেদের দায়িত্বের বাইরে গিয়ে ছাত্রদের থেকে অতিরিক্ত টাকা চাঁদা তোলার কাজটা তাদের কে দিল?

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শরীয়তপুরে অতিরিক্ত টাকা না দিলে ছাত্রদের কোনোভাবেই এসএসসির ফরম পূরণ করতে দেয়া হচ্ছে না। এ কারণে দরিদ্র ও অসচ্ছল পরিবারের ছাত্ররা ভীষণ বিপাকে পড়েছে। অথচ যেসব কারণে অতিরিক্ত অর্থ তোলা হচ্ছে অর্থাৎ স্কুলের উন্নয়ন, খেলা, মিলাদ, পূজা, স্কাউট, বিদ্যুৎ, কর– এসবের জন্য এর আগে এ বছরই ছাত্রদের থেকে টাকা তোলা হয়েছিল। সুতরাং নতুন অর্থ যে দ্বিতীয়বার স্কুল ফান্ডে প্রবেশ করবে না-এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বোঝা যাচ্ছে, এসব অর্থ কেউ না কেউ আত্মসাৎ করবে। পরিতাপের বিষয় হলো, শিক্ষক সমিতির মতো আদর্শিক সংগঠনগুলোও আজকাল এসব ডাকাতি ও নোংরা কাজের সঙ্গে নিজেদের নাম জড়িয়ে ফেলছে।

শরীয়তপুরের শিক্ষক সমিতিকে এসব অপকর্ম বন্ধ করতে হবে। দেশের অন্যান্য স্কুলেও এসব হচ্ছে কিনা তা খুঁজে দেখতে হবে। শিক্ষার নামে ভণ্ডামি ও প্রতারণার সুযোগ নেই। যারা এসব করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। এসব বিষয় দেখভালের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলাদা সেল থাকা উচিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ মনিটরিং না হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম ঠেকানো যাবে না।